

ষট্ পঞ্চমী ব্রত

ষট্ পঞ্চমী ব্রত সময় বা কাল

আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমী তথিতি এই ষট্ পঞ্চমী ব্রত পালন করত হয।

ষট্ পঞ্চমী ব্রতের দ্রব্য বধিান

ঘট, আম ডাল, ফুল, দূর্বা, আতপ চাল, নবৈদ্য ও মষ্টিটান্ন। ব্রতের আগরে দনি ব্রতকি নরিামষি খযে। খুব সংযমরে সঙ্গে থাকতে হবো।

ব্রতের দনি নযিম মত ঘট স্থাপনা করে ফলমূল ও নবৈদ্য দযি। পুজো করতে হয। তারপর ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দযি। প্রণাম করা কর্তব্য।

ষট্ পঞ্চমী ব্রতকথা

একসময় দবের্ষি নারদ ঘুরতে ঘুরতে গোলকে গযি। উপস্থিতি হলনে। সখোনে নারায়ণ ও লক্ষ্মীকে প্রণাম করে নারদ বললনে, "হে প্রভু! আমি আজ একটি প্রার্থনা নযি। আপনাদরে দুজনরে কাছে এসছি।

আমার সো প্রার্থনা আপনাদরে পূর্ণ করতে হবো।" লক্ষ্মী ও নারায়ণ দুজনই বললনে, "কিতোমার প্রার্থনা দবের্ষি?" দবের্ষি নারদ বললনে, "প্রভু! আজ অবন্তী রাজ একবোরো লক্ষ্মী ভ্রষ্ট হযে পড়ছেন।

চারদিকে হাহাকারে ভরে উঠছে তার রাজ্য। ভক্তিমিতরিনী আমার কাছে এই নবিদেন করেছে যো কধি র্মানুষ্টান করলে, রাজা আবার লক্ষী লাভ করতে পারবনে, রাজ্য আবার সুখ শান্তি ফরি আসবো।

নারায়ণ বললনে, "অবন্তপুরে এই দনৈ দুর্দশা আর হাহাকারে কারণ লক্ষ্মী বলতে পারে, তাকে জিজ্ঞাসা করা।" সেই সঙ্গে লক্ষ্মীকে বলবনে, "প্রযি। তোমাকে দবের্ষি প্রার্থনা পূর্ণ করতে হবো।"

সহে কথা শুনলে লক্ষ্মী নারদকে বললেন, ”অনেকেদিন আগে অবন্তিরাজ আমাকে না মনে সরস্বতীর কাছে দয়া প্রার্থনা করেছিলেন তার ফলে আমি অবন্তীর আজকে ত্যাগ করছি।

তাই তার রাজ্যেও অশান্তি আর হাহাকারে পূর্ণ হয়েছে। তবে রাণী আমাকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে থাকে। আমারানীর প্রার্থনা নিশ্চয়ই পূর্ণ করব। যাও তুমি দেবর্ষি।

তাকে শ্রুত পঞ্চমী ব্রত পালন করতে বলো, তাহলে আমি অবন্তিরাজগৃহে আবার অচলা হয়েই থাকবো।” এরপর দেবর্ষি, লক্ষ্মীনারায়ণ কে প্রণাম করে অবন্তি পুড়ে চলে গেলেন।

রানী দেবর্ষির কাছে সব শুনলে খুব ভক্তিকরে ষট্ পঞ্চমী ব্রত পালন করলেন। তার ফলে লক্ষ্মীর কৃপা দৃষ্টি পরল অবন্তী রাজ্যে।

সারা রাজ্যের ভরে উঠলো ধন ধান্য আর ক্রমেই অবন্তিরাজ্যে ফিরে এল পূর্বের মতো ধন-সম্পদ। অবন্তী রাজ্যের রাজার নাম এবং যশ আবার ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে।

ষট্ পঞ্চমী ব্রতের ফল

এই ব্রত পালন করলে মা লক্ষ্মীর দয়ার সংসারের কোন অভাব থাকে না।